দৈনিক বাংলা

37

11 NOV 1991
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

২৩

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার নানা রকম সমস্যা

যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এই মর্মে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে ১৯৯২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রতিটি নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উত্তর বৃত্তবন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি সঠিক উত্তরের ক্রমিক নম্বর ঘিরে সুন্দর করে বৃত্ত অংকন করতে হবে। আমাদের জন্য এই পদ্ধতি বাধ্যতা–মূলক। উত্তরপ্রদানের এই ব্যবস্থার সাথে আমরা একেবারে অপরিচিত। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য বৃত্ত তৈরী করা সময় সাপেক্ষ। এবং কমপাস ছাড়া বৃত্ত তৈরী করাও কঠিন কাজ। সেজন্য নৈর্ব্যক্তিক অভিক্ষার পরীক্ষার সময় ৫০ মিনিট থেকে বৃদ্ধি করে তিন ঘন্টা করার জন্য মাননীয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। যদি সময় বৃদ্ধি করা না হয় তাহলে আমাদের পক্ষে এরূপ পরীক্ষা দেয়া অত্যন্ত কঠিন হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ক্লাসে আমরা টিক চিহ্ন দ্বারা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেয়শিখেছি।

সুতরাং আমরা যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সহজভাবে অর্থাৎ টিক চিহ্ন দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আমরা শিক্ষা বোর্ড এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট বিনীত আবেদনজানাচ্ছি।

—মোঃ গোলাম বিকরিযা
দৈবজ্ঞহাটি হাইস্কুল
দৈবজ্ঞহাটি
বাগেরহাট।

॥ ২ ॥

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সম্প্রতি এই মর্মে প্রত্যেক স্কুলে নির্দেশ দিয়েছেন যে ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিতব্য মাধ্যমিক পরীক্ষা নৈর্ব্যক্তিত প্রশ্নের উত্তর বৃত্তবন্ধ করে দিতে হবে। শিক্ষা বোর্ডের এই ব্যবস্থায় আমরা মহা মুশকিলে পড়েছি। কেন না, প্রতিটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর যদি বৃত্ত অংকন করে দিতে হয় তাহলে সময় অনেক বেশী লাগবে। আবার ঠিকমত বৃত্ত অংকন করার কঠিন ব্যাপার উল্লেখ্য আমরা স্কুলে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর টিক চিহ্ন দ্বারা দিতে শিখেছি। টিক চিহ্নের দ্বারা সঠিক উত্তর চিহ্নিত করাই সহজ পদ্ধতি। আর একটি উত্তর বৃত্তবদ্ধ করতে যে সময় লাগবে। সে সময়ে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর টিক চিহ্ন দিয়ে দেয়া যায়। তাই মনে হয়, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর বৃত্তবন্ধ করে দেয়ার শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশ সঠিক হয়নি। আমরা শিক্ষা বোর্ডের এ নির্দেশের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাচ্ছি এবং বৃত্তবন্ধ করে দেয়ার পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের টিক চিহ্নের মাধ্যমে যাতে দিতে পারি সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষামন্ত্রীমহোদয়ের কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মোঃ হাফিজ উদ্দিন রতন
নবম শ্রেণী
ঝিটকা উচ্চ বিদ্যালয়,
মানিকগঞ্জ।

জনমত

দেশবাসী শান্তি চায়

বিগত বৎসরগুলি আমরা সবাই এক হয়েছিলাম। এক হয়েছিলাম একটি আদর্শে, এক হয়েছিলাম দেশের সম্মান রক্ষার্থে। এক হয়েছিলাম দেশ থেকে দুর্নীতি–স্বৈরাচার দূর করতে। আমাদের মতাদর্শে দর্শনে গরমিল থাকলেও আমরা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে দলগত স্বার্থকে বিসর্জন দিতে কুন্ঠিত ছিলাম না। দেশবাসী অর্থাৎ আমরা যারা ডাল ভাত খেয়ে কলকোন্দলে বিহীন জীবনযাপন করতে চাই তারা শতকরা ৯৫ জন লোক। কিন্তু খুশী হয়েছিলাম। খুশী হয়েছিলাম এই ভেবে সে অন্ততঃ আমরা আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে ভুলে দেশকে ভাল বাসতেশিখতেচলেছি।

কিন্তু কয়েকদিন থেকে ভোরবেলাকার খবরের কাগজ খুললেই সে সব ঘটনা চোখে পড়ে। তা সত্যই দুঃখজনক–লজ্জাকর। খুন–রাহাজানি ছিনতাইসহ দলীয় কোন্দল লেগেই আছে। স্কুল কলেজ–গুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এক দল অন্য দলকে দোষারোপ করছে। রক্ত চাচ্ছে অন্যদের প্রকাশ্যে। সব চেয়ে বড় আফসোসের বিষয় ছাত্রছাত্রীদের শ্লোগানেও রক্তের দাবী করা হচ্ছে।

আজ দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছে। দেশ এক সংকটকাল অতিবাহিত করছে। আর এই ক্রান্তি কালের সুযোগ নেয়ার জন্য আজ আমরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছি। আমরা দেশের মানুষের কথা চিন্তা করারও সময় পাচ্ছিনা।

এর পরিণতি কি হতে পারে? জাতির অস্তিত্বই কি এতে বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা। জাগে না? দেশব্যাপী তাই আজ আতংকিত। তারা সরকারকে আজ বলিষ্ঠ হাতে সকল অনাচার অন্যায়ের মূলোৎপাদন করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশকে রক্ষার জন্য দাবী জানায়। এই পেক্ষিতে আমরা সরকার এবং দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক কর্মী ও সচেতন ব্যক্তির কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আপনারা এক হোন। সম্মিলিত প্রয়াসে দেশ থেকে ঘুষ দুর্নীতি রাহাজানি খুন খারাপি অন্যের সম্পত্তি জবরদখল ইত্যাদি অপচয় দূর করুন। নিরীহ দেশবাসীকে শান্তি ও স্বস্থির সাথে বস বাসের সুযোগ দিন, তাদের আতংকে–মুক্তকরুন।

—খন্দকার মোঃ আকবর
৬৮ আরজত পাড়া
ঢাকা–১২১২

বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ করা হোক

বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার অন্তর্গত শোলক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হাজী এম এ রশিদ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যাল য়টিকে ১ম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দান করা হয়ে থাকে। প্রায় ১৫ হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত ৫টি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে ১৯৮৭ ইং সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারী বেতন, ভাতা ছাড়াই স্থানীয় জন সাধারণের সহযোগিতায় শিক্ষক/শিক্ষিকারা বিদ্যালয়টি পরিচালনা করে আসছেন। বর্তমানে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন রত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় চারশত জন। বিদ্যালয়টির লেখা–পড়ার মান উন্নত। এতে ৪জন শিক্ষিকাসহ মোট ১১ জন শিক্ষক রয়েছেন। বিদ্যালয়ের এক একর জায়গার উপর ৯০´–০´´ ফুট দীর্ঘ ২১´–০´ ফুট প্রস্থ একটি চার চালাবিশিষ্ট টিনের ঘরসহ একটি লাইব্রেরী রয়েছে। বিদ্যালয়ের একটি বড় পুকুরও রয়েছে। বিদ্যালয়টি এ এলাকার একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবেপরিচিত।

এ অঞ্চলের ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা দান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে এবং শিক্ষক/শিক্ষিকাদের আর্থিক অসুবিধার কথা বিবেচনা করে বিদ্যাল য়টি সরকারী করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণায়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

–এ কে এম মোস্তাফিজুর রহমান
সভাপতি
হাজী এম এ রশিদ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়
শোলক, উজিরপুর, বরিশাল।